গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ২৫ সংখ্যা | ১ - ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহামিছিল হুঁশিয়ারি দিল সরকারকে

দাবি না মানলে জনগণ ছাড়বে না

মিছিল কলকাতার রাজপথ কিছু কম দেখেনি। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দলের মিছিলে প্রথম পা মেলানো মধ্যবয়সী এক মানুষের উপলব্ধি হতে পারে 'আমার নতুন জন্ম হল'! ঠিক এই অনুভূতিই জানিয়ে গেলেন কলকাতার এক সরকারি স্কুল ছাত্রের বাবা তাপসবাবু। ৩০ জানুয়ারি মহামিছিলের একটা লিফলেট স্কুলের গেটে পেয়ে বাবাকে দিয়েছিল ছেলে। এক মুহূর্ত আর বিলম্ব নয়, সরকার এখনই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর ঘোষণা করুক, রাজ্যে নিষিদ্ধ হোক মদ, সরকার কাজ দিক কোটি কোটি বেকারকে, নিশ্চিত করুক নারীর নিরাপত্তা, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে— এমনই কয়েকটি জ্বলন্ত দাবি ছিল সেই লিফলেটে। অস্বীকার করতে পারেননি প্রায় কেউই। তাই তাপসবাবুর মতো ছুটে এসেছিলেন বহু মানুষ, যাঁরা আগে কোনও দিন মিছিলে হাঁটার কথা ভাবেনওনি। এমন মিছিল কলকাতা ক'টা দেখেছে?

পাঁচের পাতায় দেখুন

দেরি করলে বাড়বে ক্ষতির বহর

টালবাহানার যেন শেষ নেই! দু'বছর ধরে টালবাহানা চালিয়ে অবশেষে 'শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯' সংশোধন করে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল চালুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করল।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজ্যগুলি এ ব্যাপারে তাদের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষা আইনের 'নো ডিটেনশন পলিসি' বা পাশ-ফেল প্রথা খারিজ করার ধারাটি আন্দোলনের চাপে দেশব্যাপী বাতিল হল। ওড়িশা সরকারও ঘোষণা করেছে তারা এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই পাশ-ফেল চালু করছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্তব্য করেছেন, এই ব্যাপারে তাড়াহুড়োর কোনও প্রয়োজন নেই।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে যেহেতু আগামী বছর থেকে পাশ-ফেল চালুর কথা উল্লেখ রয়েছে, তাই তাঁরাও আগামী বছরেই সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে এক বছর দেরি করা কেন? রাজ্যের শাসকদল উঠতে বসতে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা বিষয়ে তাদের ভিন্নতা প্রকাশ করে আগামী লোকসভা নির্বাচনে মোদি সরকারকে পরাস্ত করার জন্য বিগ্রেডে মহা সমাবেশের আয়োজন করল। সেই দলের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা যুগ্ম তালিকাভুক্ত এ কথা জানা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বিজ্ঞপ্তিকেই 'গুরু বাক্য' হিসাবে গ্রহণ করেছেন— এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি?

২০১৭ সালের ১৭ জুলাই পাশ-ফেল চালুর দাবিতে রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি)। ধর্মঘটের সমর্থনে জনমত ব্যাপক আকার নিলে, ধর্মঘটের কয়েকদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী এস ইউ সি আই (সি) নেতৃত্বকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, তাঁরা এই দাবির সাথে সহমত পোষণ করেন। কেন্দ্রীয় আইনটি পরিবর্তিত হলেই তাঁরা বুনিয়াদি স্তর থেকেই পাশ-ফেল চালু করবেন। এস ইউ সি আই (সি) নেতৃত্ব সেদিন শিক্ষামন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতির কথা রাজ্যের জনগণকে জানিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছিল। ক'দিন আগেও এস ইউ সি আই (সি) নেতারা যখন একই দাবি নিয়ে বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করলেন, তখনও তিনি বলেছিলেন, আমরা তো রেডি, শুধু আইনটা পাশ হলেই হল। তা হলে আজ যখন আইনের বাধা আর নেই, তখন এই সিদ্ধান্তকে অহেতুক এক বছর পিছিয়ে আরও অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর সর্বনাশ করা কেন? কোন শ্রেণি থেকে তা কার্যকরী হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে চলা কেন? এটা জনগণ সম্পর্কে সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় নয় কি?

২০১৭ সালের ২২ ডিসেম্বর রাজ্য সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা বৈঠক করেছিল। সেই বৈঠকে কেবল সিপিএম এবং তার শিক্ষক সংগঠন ছাড়া সকলেই প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার কথা বলেছিল। তারপরও এই ধোঁয়াশা নিয়ে চলা কেন? এখনও 'বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে' বলে অযথা কালক্ষেপ কার কেন?

পাশ-ফেল তো শুধু বছরের শেষে উপরের ক্লাসে ওঠা বা একই ক্লাসে থেকে যাওয়া নয়। পাশ-ফেল শিক্ষা পরিচালনায় বহু পরীক্ষালব্ধ একটা নীতি, যা শিক্ষণ ও শিক্ষার মূল্যায়নের একটা সূচক। এটা যেমন বিষয় পাঠে শিক্ষার্থীদের সচেতন ও আগ্রহী করে তোলে, তেমনি শিক্ষাদাতাদেরও তাদের কর্তব্যের প্রতি দায়িত্বশীল করে। এই নীতি না থাকার ফলে মূল্যায়নপত্রটি একটা অকার্যকরী বিষয়ে পর্যবসিত হয়। যার উপরের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হয়নি তাকেই উপরের শ্রেণিতে তুলে দিয়ে তার শিক্ষার ভিত্তিটাকে আরও দুর্বল করে দেওয়া হয়। আরও একটি বছর ধরে এই অবাধ প্রোমোশন নীতি চলতে থাকলে আরও লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ সর্বনাশের মুখে পড়বে। রাজ্য সরকার জেনেশুনেও এই সর্বনাশ করছে কাদের স্বার্থ রক্ষা করতে!

বারুইপুর জেলের অব্যবস্থা সরকারের চরম অপদার্থতার পরিচয়

কিছুদিন হল আলিপুর সংশোধনাগারের স্থান পরিবর্তন করে বারুইপুরে আনা হয়েছে। চার শতাধিক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিকে ইতিমধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, কয়েক শত বিচারাধীন বন্দিকেও আনা হয়েছে। কিন্তু এত বন্দিকে রাখার জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তার ব্যবস্থা না করে এই কাজ করলে যা হয় তা সম্প্রতি ঘটেছে।

২৪ জানুয়ারি সকাল থেকে বন্দিরা পানীয় জল, এমনকী বাথরুমে ব্যবহারের জন্য জলও পাননি। বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেও জল না পেয়ে বাধ্য হয়ে তাঁরা দল বেঁধে জেল-গেটে এসে বিক্ষোভ দেখান। ওই বিক্ষোভের ঘটনা যে কর্তৃপক্ষ ভালভাবে নেয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেদিন বিকালে জেলের ভিতর বন্দিদের একটি ফুটবল খেলার অনুষ্ঠানের পর। ফুটবল খেলার সময়ে কিছু ঘটনাকে অজুহাত করে বিকালে বন্দিদের উপর পুলিশ ও র‍্যাফ লেলিয়ে বেধড়ক লাঠিচার্জ করা হয়। এর ফলে ৭-৮ জন বন্দির হাত-পা ভাঙে ও গুরুতর আহত হন। কর্তৃপক্ষের এই নৃশংসতায় বন্দিরা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন বন্দিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ২৪ জানুয়ারি রাত থেকে অনশন শুরু করেন। ঘটনার সংবাদ শোনার পরই দলের নেতৃত্বের তরফে ২৪ তারিখ গভীর রাতে কারা দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ফোন করা হলে তিনি গোটা বিষয়টি ফুটবল খেলার সময়ের গণ্ডগোলের উপর চাপিয়ে দেন এবং লাঠিচার্জের কথা অস্বীকার করেন।

জেল কর্তৃপক্ষের তরফে অসহায় বন্দিদের উপর এই অমানবিক ও নৃশংস আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করে দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য পরের দিন প্রেস বিবৃতি দেন। অনশনের চাপে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট তিন জন অফিসার যাঁরা পুলিশ লেলিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী তাঁদের শাস্তি হিসাবে উত্তরঙ্গে বদলি করে দিতে বাধ্য হন। ২৬ জানুয়ারি সকালে দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস নন্দ কুণ্ডু ও তরুণকান্তি নস্কর এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল জেল কর্তৃপক্ষের কাছে এক ডেপুটেশনে সাক্ষাৎ করে বন্দিদের উপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন এবং উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করার দাবি জানান। নেতৃবৃন্দের কাছে অনশনকারীদের প্রতিনিধি অনিরুদ্ধ হালদার অফিসারদের শাস্তি প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে অনশন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত জানান। সমগ্র ঘটনা বন্দিদের প্রতি রাজ্য সরকারের চরম অবহেলা ও একই সাথে নৃশংসতার পরিচয় বহন করছে।

সিপিডিআরএস-এর প্রতিবাদ ঃ ২৪ জানুয়ারি বারুইপুর সংশোধনাগারের বন্দিদের ওপর বর্বরোচিত পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর এক প্রতিনিধি দল ২৫ জানুয়ারি কারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে তিন দফা দাবিপত্র পেশ করে। তারা ঘটনার জরুরি তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, আহত বন্দিদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা ও সংশোধনাগারে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা, চিকিৎসক নিয়োগ সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবি জানান।

নেতাজি জন্মদিবস উপলক্ষে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে দত্ত পুকুরে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়।

২৩ জানুয়ারি মেদিনীপুর কলেজের সামনে এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস-এর উদ্যোগে নেতাজি মূর্তিতে মাল্যদান ও আলোচনা সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) নেতৃবৃন্দ।

জীবনাবসান

অখণ্ড মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট কর্মী কমরেড দীপালি ভৌমিক দুরারোগ্য ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৭ জানুয়ারি মধ্যরাতে মেচেদার পপুলার নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদে জেলার নেতা-কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

অখণ্ড মেদিনীপুর জেলায় ১৯৬৭-র শেষদিকে যখন পার্টির কাজ শুরু হয়েছিল, যখন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের নামই জেলার প্রায় কেউ জানত না, তখন এ জেলায় দলের কাজের একেবারে সূচনায় তমলুক শহরে নানা বাধা বিপত্তি, বিদ্রুপ, লাঞ্ছনা ও প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে হাতে গোনা যে কয়েকজন তরুণ-তরুণী দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে সংগঠন বিস্তারে এবং নিজেদের জীবনকে বিপ্লব ও দলের প্রয়োজনের সঙ্গে একাত্ম করে মিলিয়ে দেওয়ার সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন কমরেড দীপালি ভৌমিক। মহান চিন্তানায়ক ও দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা ও চরিত্রের মহত্ত্বের আকর্ষণে ১৯৬৮ সালে তিনি দলে যুক্ত হওয়ার পরে, পার্টি যখন যেখানে যে কাজে তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছে, নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালনে তিনি বদ্ধপরিকর থেকেছেন। তমলুক শহর ইউনিট ও শহর সংলগ্ন কুলবেড়িয়া-নিমতৌড়িতে দলের সব ধরনের দায়িত্বও হাসিমুখে পালন করেছেন। ১৯৮৫ সালে তিনি পার্টির নির্দেশে একটি স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বও পালন করেন। পরবর্তীকালে জটিল এক সঙ্কটে পড়ে ঝাড়গ্রামে একটি স্কুলে তাঁকে শিক্ষকতায় যুক্ত হতে হয়, সেখানেও তিনি দলের কাজে যুক্ত থেকেছেন। এর কয়েক বছর পর কলকাতায় অন্য একটি স্কুলে চলে যান। সমস্ত সংকট সত্ত্বেও তিনি পার্টির প্রতি তাঁর অটুট আস্থা নিয়ে দলের বড় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।

ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় দীর্ঘসময় চিকিৎসার পরেও উন্নতি না হওয়ায় তিনি তমলুকে বাড়িতে আসেন। শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি হলে মেচেদার পপুলার নার্সিং হোমে তাঁকে ভর্তি করতে হয়। সেখানেই ১৭ জানুয়ারি মধ্যরাতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ মেচেদায় জেলা অফিসে নিয়ে আসা হয়। সেখানে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য, এ জেলার প্রথম সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা সহ জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও তাঁর দুই বোন। তমলুক শহরের অফিসে মরদেহে মাল্যদান করেন শহরের পার্টির নেতা-কর্মীরা।

সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, পঞ্চমবার কেমোথেরাপি নেওয়ার পরেও অত্যন্ত বিধ্বস্ত শরীরে তমলুকে দলের জেলা সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে গত ৮ অক্টোবর তিনি উপস্থিত হয়ে দলের প্রতিনিধিদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে সামান্য কয়েকটি বাক্যে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী আবেদন রাখেন। সুস্থ থাকলে দলের কাজে সাহায্য করার বাসনা প্রকাশ করে এই দলকে শক্তিশালী করার জন্য প্রত্যেক প্রতিনিধিকে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে বলেন এবং বিপ্লবী চরিত্র অর্জনে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য প্রতিনিধি কমরেডদের হৃদয় স্পর্শ করে।

তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে ৭ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩-৩০টায় তমলুকের ব্রাইট ফিউচার হলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে।

কমরেড দীপালি ভৌমিক লাল সেলাম

মার্কিন দস্যুতার টার্গেট এবার ভেনেজুয়েলা

ভেনেজুয়েলার নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ তৎপরতায় তার কুৎসিত স্বৈরাচারী চেহারাটা আবার বিশ্বের সামনে বেআব্রু হল। ভেনেজুয়েলার মাদুরো সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন ষড়যন্ত্র চলছিলই দীর্ঘদিন ধরে। সেই ষড়যন্ত্রেরই সর্বশেষ চাল হিসাবে জুয়ান গুয়াইদো, যিনি এক সময়ে স্যাভেজ সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, হঠাৎই রাজধানী কারাকাসে এক বিক্ষোভ সভায় নিজেকে ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করে দেন। দু'মিনিটের মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁকে ভেনেজুয়েলার বৈধ প্রেসিডেন্ট বলে তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেন। এবং তার দু'ঘণ্টার মধ্যেই কলম্বিয়া, ব্রাজিল, পেরু প্রভৃতি ল্যাটিন আমেরিকার মার্কিন প্রভাবাধীন সাতটি দেশ গুয়াইদোকে তাদের স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করে দেয়। বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না, এই বিক্ষোভ, গুয়াইদোর নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা এবং প্রথমে মার্কিন সমর্থন আর তারপরই অন্য দেশগুলির সমর্থন সবটাই একই মার্কিন ষড়যন্ত্রের অঙ্গ।

রাজধানী কারাকাসে মাদুরো সরকারের সমর্থনে জনজোয়ার

প্রেসিডেন্ট হুগো সাভেজের সময় থেকেই ভেনেজুয়েলা ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে মার্কিন প্রভাবকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীন নীতি নিয়ে চলতে শুরু করে। এতেই সে চক্ষুশূল হয় সাম্রাজ্যবাদ শিরোমণি আমেরিকার। তেল-সম্পদে ভেনেজুয়েলা বিশ্বে চতুর্থ। তেলই তার জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস। এতদিন মার্কিন ধনকুবেরদের মালিকানাধীন তেল কোম্পানিগুলিই সেখানে 'রাজত্ব' করত। সাভেজ সেগুলির জাতীয়করণ করে তেল থেকে আয়ের অর্থ দেশের সাধারণ মানুষের কাজে লাগাতে থাকেন। জনকল্যাণে নতুন নতুন নীতি নেন। ধনীদের উপর আয়কর চাপান। ক্ষিপ্ত হয় দেশীয় এবং মার্কিন ধনকুবেররা। শুরু হয় সাভেজ বিরোধী ষড়যন্ত্র। কিন্তু প্রবল জনসমর্থনে সেই ষড়যন্ত্র বারেবারে ভেসে যায়। সাভেজের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন নিকোলাস মাদুরো। প্রথম জীবনে ছিলেন একজন বাস ড্রাইভার। পরে ট্রেড ইউনিয়নে নেতৃত্ব দেন। এ বছরই জানুয়ারির শুরুতে দ্বিতীয় বারের জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে কার্যভার নেন। গত বছর মে মাসে এই নির্বাচনে তাঁর জয় আটকানোর জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার দেশীয় দোসররা সব রকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। বিপুল সমর্থনে তিনি নির্বাচিত হন। আন্তর্জাতিক পরিদর্শকরা নির্বাচনকে অবাধ এবং গণতান্ত্রিক বলে সার্টিফিকেট দেয়।

গত বেশ কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় ভেনেজুয়েলার জাতীয় আয় দারুণ ভাবে কমে যায়। অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জনজীবনে কিছুটা হলেও তার প্রভাব পড়ে। সরকার জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে ধনীদের উপর আরও কর চাপায়। ক্ষুব্ধ হয় ধনীরা। সাম্রাজ্যবাদ দেশের এই বিক্ষুব্ধ ধনীদের মধ্যে তাদের দোসর খুঁজে পায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা মাদুরোকে 'অগণতান্ত্রিক', 'স্বৈরাচারী' প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে প্রচার চালাতে থাকে। অর্থনীতির সংকটে জনজীবনে যে অসুবিধাগুলি নেমে আসে সেগুলিকে অজুহাত করে এই চক্র জনগণের একাংশকে উস্কানি দিয়ে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। মাদুরোর দ্বিতীয় বার নির্বাচিত হওয়ার পর ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত রূপ নেয়। দেশীয় ধনকুবের, প্রাক্তন আমলা, প্রাক্তন মিলিটারি অফিসারদের একটি অংশ মার্কিন মদতে জনগণের একাংশকে নিয়ে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে নামে। তারা সশস্ত্র অবস্থায় দোকানপাট, বাজারে, গাড়িতে আগুন লাগিয়ে প্রশাসনকে উস্কানি দিতে থাকে। তাদের লক্ষ্য বিশ্বের কাছে এটা তুলে ধরা— যেন ভয়ঙ্কর কষ্টে থাকা ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নেমেছে এবং সরকার সেই বিক্ষোভকে নির্মমভাবে দমন করছে। সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট সংবাদমাধ্যম সেগুলিকে সাতকাহন করে প্রচার করছে। এরপরই 'বিশ্বস্ত সূত্রে' পাওয়া খবর উদ্ধৃত করে তারা প্রচার করতে থাকবে কত মানুষ মারা গেছে, কত জন আহত হয়েছে, পুলিশ কত মানুষকে ঘরছাড়া করেছে। এই সব দেখিয়েই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মাদুরো নেতৃত্বকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন, ভেনেজুয়েলার জনগণ সাহসিকতার সাথে মাদুরো এবং তাঁর রাজত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এবং তারা স্বাধীনতা ও আইনের শাসন দাবি করছে। তিনি ভেনেজুয়েলার 'জনগণের' এই 'স্বাধীনতার লড়াইয়ে' সবরকম সহায়তার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স প্রচার মাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছেন, মাদুরো শাসনে ভেনেজুয়েলার জনগণ অবর্ণনীয় দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অথচ ভেনেজুয়েলার জনগণের জীবনে সত্যিই যদি কোনও দুরবস্থা নেমে আসে তবে তার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী মার্কিন নীতি। গত দু'বছর ধরে আমেরিকা ভেনেজুয়েলায় মারাত্মক আর্থিক অবরোধ চালাচ্ছে। তেল বিক্রিতে বাধা দিচ্ছে, ওষুধ, খাদ্যদ্রব্য সহ নানা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানিতে বাধা দিয়ে চলেছে।

মাদুরো সরকার সাহসিকতার সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই নগ্ন ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করে যাচ্ছে। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মাদুরো সরকারের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছে। ট্রাম্প গুয়াইদোকে সমর্থন জানানোর সাথে সাথেই মাদুরো আমেরিকার সাথে সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং অফিসারদের দ্রুত দেশ ছেড়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছে। মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব মাইক পম্পেও ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনীকে সেখানে 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে' সমর্থনের নামে বিদ্রোহের আহ্বান জানালেও সে দেশের সেনাবাহিনী মাদুরো সরকারের উপরই তাদের সমর্থনের কথা জোরের সাথে ঘোষণা করেছে। গণতান্ত্রিক একটি দেশের নির্বাচিত সরকারের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এমন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা করে তাকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছে রাশিয়া। না হলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে বলে ঘোষণা করেছে। চীনও একই ভাবে মার্কিন ষড়যন্ত্রের নিন্দা করেছে। নিন্দা করেছে তুরস্ক, নিকারাগুয়া, বলিভিয়া। কিউবা এবং মেক্সিকো মাদুরো সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করেছে।

দেশে দেশে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে পুতুল সরকার বসিয়ে নিজেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার এমন অজস্র নজির আমেরিকার রয়েছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে ইরাক এবং লিবিয়া— দুটি দেশকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে এই আমেরিকা। মারণাস্ত্র রয়েছে এই মিথ্যা অজুহাত তুলে ইরাকের তৈল সম্পদ দখল করাই ছিল তার আসল লক্ষ্য। লিবিয়ায় প্রেসিডেন্ট গদ্দাফির মার্কিন বিরোধিতা গোটা অঞ্চল জুড়ে যে সমর্থন লাভ করছিল তাকে স্তব্ধ করতে এবং অন্যদের শিক্ষা দিতে লিবিয়াকে ধ্বংস করেছে এই আমেরিকা। স্বাধীন আফগানিস্তান মার্কিন লোভে আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে চিলির নির্বাচিত সালভাদর গুয়েলারমো আলেন্দে সরকারের পতন ঘটাতে মিলিটারি অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল আমেরিকা। কারণ আলেন্দে ক্ষমতায় এসেই মার্কিন তেল কোম্পানিগুলি এবং তামার খনিগুলির জাতীয়করণ শুরু করেছিলেন। খুন হতে হয়েছিল তাঁকে। একই ভাবে ভেনেজুয়েলাতেও অভ্যুত্থান ঘটাতে চাইছে আমেরিকা। তাদের লক্ষ্য চরিতার্থ করতে এবার হয়ত সরাসরি সৈন্য নামাবে আমেরিকা। ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া চীন ছাড়া অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকেও সঙ্গে পেয়েছে সে।

চূড়ান্ত স্বৈরাচারী এই মার্কিন আক্রমণ ঠেকাতে আজ ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষকে এক মানুষের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাদুরো সরকারের পাশে দাঁড়াতে হবে। সাথে সাথে বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রপ্রিয়, স্বৈরাচার বিরোধী প্রতিটি মানুষকে ভেনেজুয়েলার উপর এই নগ্ন মার্কিন হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করতে হবে। কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে। ভারতেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বাধ্য করতে হবে এই মার্কিন আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করতে। বিশ্বজুড়ে সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষকে আজ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে, ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে সেখানকার জনগণ, কোনও রকম বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। অন্য কোনও দেশে 'গণতন্ত্র ফেরানোর' দায়িত্ব আমেরিকাকে কেউ দেয়নি। আমেরিকা তার তাঁবেদারি মানতে না চাওয়া কোনও দেশের উপর ইচ্ছামতো দুস্যুবৃত্তি চালাবে আর গোটা বিশ্ব তা চুপচাপ মেনে নেবে— এ জিনিস সাধারণ মানুষ মানবে না।

কী স্বপ্ন কমরেড!

সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের শেষ শিল্পমন্ত্রী প্রয়াত নিরুপম সেন সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সূর্যকান্ত মিশ্র লিখেছেন, 'সিঙ্গুর, শালবনী, নন্দীগ্রাম ঘিরে সমস্ত স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নের রাজত্বে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। (গণশক্তি-১৩.০১.২০১৯)

'সমস্ত স্বপ্ন' বলতে সূর্যবাবু কী বোঝাতে চেয়েছেন? তিনি কি মনে করেন, সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানা হলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের রুদ্ধ দরজা খুলে যেত? সিঙ্গুর থেকে ন্যানো কারখানা গুজরাটের সানন্দে গিয়েছে। সেই ন্যানোর হাল কী? গত জুন মাসে সেখানে তৈরি হয়েছিল একটিমাত্র ন্যানো গাড়ি। সিয়ামের হিসাবে, গত ডিসেম্বরে ২টি ন্যানো তৈরি হয়েছে। জানুয়ারিতে এসে ন্যানো উৎপাদন থেকে হাতই গুটিয়ে নিয়েছে টাটা মোটরস। অথচ টাটার চাহিদা মতো নরেন্দ্র মোদি সরকার সবই তো দিয়েছে সানন্দে। তা হলে?

সূর্যবাবু লিখেছেন, 'সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম দু'বছর যেতে না যেতেই বিশ্বপুঁজিবাদী সংকটজনিত দীর্ঘ মন্দা শুরু হল'। তিনি উল্লেখ করেছেন 'বিশিল্পায়ন' তখন ছিল 'দুনিয়া ও দেশব্যাপী'। পশ্চিমবঙ্গ কি দুনিয়া ও দেশের বাইরে? তা যদি না হয় তবে বিশিল্পায়নের সেই সময়ে সিঙ্গুরে-নন্দীগ্রামে শিল্পায়ন কীভাবে সম্ভব ছিল সূর্যবাবু? দুনিয়াব্যাপী সেই দীর্ঘ মন্দা কি এখন কেটেছে? সব দৈনিক পত্রিকার সাথে সিপিএমের বাংলা মুখপত্র গণশক্তিও (১২ জানুয়ারি) লিখেছে, 'রেকর্ড পতন শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হারে'। এই শিরোনামে লেখা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, 'দেশে শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বাজার মিলছে না। ফলে উৎপাদন বন্ধ হয়েছে'। সিঙ্গুরে ন্যানো কারখানা হলে তার দশা কি সানন্দের মতোই হত না? টাটা মোটরসের সর্বশেষ ঘোষণা '২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ন্যানো তৈরি ও বিক্রি বন্ধ' করা হবে (আনন্দবাজার পত্রিকা-২৫.০১.২০১৯)।

বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের এই তীব্র সংকটের যুগে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখানো বা 'শিল্পায়ন সম্ভব' এমন ধারণা পোষণ করার সাথে মার্কসবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তবুও দক্ষিণপন্থী দলগুলির মতো ভোটপন্থী বামেরাও ভোট টানতে 'শিল্পায়ন', কর্মসংস্থানের খোয়াব দেখায়। কিন্তু মিথ্যা স্বপ্নের ফানুস ফাটতে দেরি হয় না।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের জেরে সিপিএমের সরকারি ক্ষমতা হারানোকে কি সূর্যবাবু স্বপ্নভঙ্গ বলছেন? সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনে গুলি চালিয়ে হত্যা, আন্দোলনকারী মহিলাদের যৌন নিগ্রহ ইত্যাদির জন্য সূর্যবাবুরা আজও তাহলে অনুতপ্ত নন!

কোচবিহারে মহিলাদের বিক্ষোভ

কোচবিহার শহরে এক নাবালিকা পরিচারিকার উপর নির্যাতনকারী প্রাক্তন জয়েন্ট বিডিও ও তাঁর স্ত্রীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং মাথাভাঙায় লতাপাতা অঞ্চলে এক কিশোরী হত্যার মূল অভিযুক্ত আলিফ মিঞাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে ৪ জানুয়ারি এ আই এম এস এসের পক্ষ থেকে কোচবিহার এসপি অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

ধান বিক্রির প্রাপ্য টাকার দাবিতে আন্দোলনে জয়ী চাষিরা

নদীয়া জেলার তেহট্ট ২ নং ব্লকের বারুইপাড়া কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু হয় প্রায় ৪৫ দিন আগে। ইতিমধ্যেই অন্য সমস্ত চাষির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা চলে আসা সত্ত্বেও কোনও অজ্ঞাত কারণে সমিতির ম্যানেজার চাষিদের টাকা দিতে টালবাহানা করতে থাকে। চাষিরা পলাশীপাড়ায় ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অফিসে টাকা তুলতে গেলে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বলেন বারুইপাড়া সমিতির ম্যানেজারের সই ছাড়া টাকা তোলা যাবে না। উভয় ম্যানেজারের যোগসাজশে ধান কেনায় বড় ধরনের দুর্নীতির সন্দেহে ২৫ জানুয়ারি দুই শতাধিক ধান বিক্রেতা চাষি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন। আন্দোলনের চাপে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ১২ জন চাষিকে টাকা দিতে এবং বাকি চাষিদের ২৮ জানুয়ারি থেকে টাকা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

ওই দিন বিকালেই স্থানীয় বিডিও, এডিও সহ নানা আধিকারিকরা এসে স্থানীয় ম্যানেজারকে পলাশীপাড়া ব্রাঞ্চ অফিসে ডেকে নিয়ে যান। খবর পেয়ে চাষিদের প্রতিনিধি মনিরুজ্জমান মণ্ডল, আতিকুর রহমান ও সাজীদ বিশ্বাস ওই বৈঠকে উপস্থিত হন। উভয় ম্যানেজারকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দকে আধিকারিকরা জানান, চাষিদের প্রাপ্য টাকা অতি দ্রুত দেওয়া হবে।

ফসল বিমা যোজনার আবেদনের সময় বাড়াতে বাধ্য হল কৃষি দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলতি বোরো মরশুমের বিভিন্ন ফসলের বিমার জন্য কৃষকদের ফর্ম জমা দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এজন্য সময় দেওয়া হয় মাত্র ৬ দিন। অথচ ফর্মের সাথে নানা নথি জমা দিতে হবে। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে বোরো ধানের বীজতলা ফেলার কাজ চলায় অধিকাংশ চাষিরা ফর্ম জমা দিতে পারেননি।

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ অন্তত এক মাস বাড়ানোর দাবিতে কৃষক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কৃষি দপ্তরের উপ-অধিকর্তা ও জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হলে ১৭ জানুয়ারি কৃষি দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এক নির্দেশিকা জারি করে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ফর্ম দেওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন। কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক কৃষকদের অন্য দাবি আদায়ের জন্যও এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নেওয়ার আবেদন করেন।

ছত্তিশগড়ে মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে আন্দোলন

ছত্তিশগড় জুড়ে মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে ১২ জানুয়ারি রাজধানী দুরগে বিক্ষোভ দেখায় এ আই এম এস এস। এই দাবিতে বিশাল মহিলা মিছিল শহর পরিক্রমা করে। শেষে কালেক্টরের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বিগত বিজেপি সরকার মদ বন্ধ করার বদলে নিজেরাই মদ বিক্রি করতে শুরু করেছিল। রাজ্যের মানুষের মদ বিরোধী মানসিকতা বুঝে কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচনে মদ নিষিদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোটে জিতে এ নিয়ে আর টুঁ শব্দ করছে না। এ আই এম এস এস মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক আন্দোলনের ডাক দিয়েছে।

কৃষক আন্দোলনের চাপে রক্ষা পেল কৃষি জমি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের চাপদা মৌজায় এক ঝিল মালিক ২৪ জানুয়ারি কয়েকজন বড় চাষির সাথে যোগসাজশে এক ঝিল খনন শুরু করে। বাকি অনিচ্ছুক চাষিরা দো-ফসলি কৃষি জমি নষ্ট করে মাছের ঝিল তৈরির প্রতিবাদে ওই দিনই তাঁদের পরিবারের লোকজনদের নিয়ে কোলাঘাট বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকদের স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাতে বিএল অ্যান্ড এলআরও ওই কৃষিজমিতে বেআইনি ঝিল খনন বন্ধ করার জন্য পাঁশকুড়া থানার ওসিকে নির্দেশ দেন।

ঝিল বিরোধী কৃষক সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক তপন কর অভিযোগ করেন, ওই নির্দেশে ক্ষিপ্ত হয়ে ১৫ জানুয়ারি ঝিল মালিকরা রাতের অন্ধকারে কমিটির সভাপতি অশোক নায়কের হোসিয়ারি কারখানা পুড়িয়ে দেয়। এরপর কৃষক পরিবারের লোকজনের তাড়ায় মেসিনপত্র ও তাঁবু তুলে নিয়ে যেতে বাধ্য হয় ঝিল মালিক।

হলদিবাড়িতে এআইকেকেএমএস-এর আন্দোলন

১২ দফা দাবিতে ২১ জানুয়ারি বিডিও দপ্তরে স্মারকলিপি দিল এ আই কে কে এম এস হলদিবাড়ি ব্লক কমিটি। কৃষকদের বকেয়া যাবতীয় কৃষিঋণ মকুব, ফসলের ন্যায্য দাম, সারের কালোবাজারি বন্ধ, সমস্ত গরিব ও মধ্য চাষিদের কৃষি পেনশন, খেতমজুরদের সারা বছর কাজ, বিএলএলআরও অফিসের দুর্নীতি বন্ধ, প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল প্রথা চালু, মদ নিষিদ্ধ করা, দেওয়ানগঞ্জ বাজার সংস্কার, ড্রেন তৈরি, শৌচাগার স্থাপন প্রভৃতি দাবিতে এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ব্লক সম্পাদক কমরেড সাত্তার সরকার।

কমসোমলের শিক্ষা শিবির

জলপাইগুড়ি ঃ ১৯-২০ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলা 'কমসোমল শিবির' অনুষ্ঠিত হয় ময়নাগুড়িতে। প্রথম দিন আউট ডোর ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় রামশাই এলাকায়। ওই দিন রাত্রে ও দ্বিতীয় দিন ইনডোর ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় ময়নাগুড়িতে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক, ময়নাগুড়ি লোকাল ইনচার্জ ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুরেশ রায়, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুজিত ঘোষ।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ কিশোর কমিউনিস্ট সংগঠন 'কমসোমল'-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে ১২-১৩ জানুয়ারি মেচেদা এবং ঘাটশিলায় কিশোরদের শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

১২ জানুয়ারি মেচেদার বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবনের রোকেয়া হলে রবীন্দ্রনাথের 'ধর্মমোহ' ও নজরুলের 'কিশোর স্বপ্ন' কবিতা দু'টি সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীরা আলোচনায় অংশ নেয়। সামগ্রিকভাবে আলোচনা করেন কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী। কিশোর মনে সোস্যাল মিডিয়ার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভবানীশংকর দাস।

১৩ জানুয়ারি সকালে ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অনুশীলন কেন্দ্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে ওই দিনের শিবির উদ্বোধন করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড অনুরূপা দাস। দু'দিনের শিবিরে মনীষী চর্চা সহ ব্যায়াম ও খেলাধূলার কর্মসূচিও ছিল।

মিছিল শুরুর আগে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। মঞ্চে উপস্থিত পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ

দাবি না মানলে জনগণ ছাড়বে না

একের পাতার পর

৩০ জানুয়ারির মহামিছিল যখন চলেছে হেদুয়া থেকে এসপ্ল্যানেড, রাস্তার দু'ধারে কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়ে দেখেছেন। মিছিলের মাথা যখন বৌবাজার মোড় পেরিয়ে গেছে শেষাংশ তখনও হেদুয়া থেকে বার হতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘক্ষণ আটকে থেকেছে অনেকগুলি ব্যস্ত রাস্তা। উঠেছে স্লোগান— রক্ত চাইলে রক্ত দেব, কিন্তু কোটি কোটি গরিব খেটেখাওয়া ঘরের সন্তানদের শিক্ষা নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলতে দেব না। ট্যাবলোর মাইক থেকে ভেসে আসছে আবেদন— মিছিলে আপনাদের চলাচলের কিছু অসুবিধা হচ্ছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এই রাজ্যের ছাত্রদের শিক্ষার রাজপথ রুদ্ধ করে থাকা সরকারি নীতির বিরুদ্ধে এই মিছিল না করলে কি চলত?

পথচলতি মানুষই একে অপরকে বুঝিয়েছেন, না— চলত না। এই মিছিলের প্রয়োজন আজ সর্বাগ্রে। ভোট শিকারিদের মিছিল এ নয়। এ মিছিল অগণিত গরিব মধ্যবিত্ত মানুষের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে। হেদুয়া পার্কে জমায়েতের ঘোষিত সময় ছিল বেলা ১টা। সাড়ে বারোটার আগে থেকেই মঞ্চের সামনের রাস্তায় শুধু কালো কালো মাথার ভিড়। ১টার পর বিবেকানন্দ রোড থেকে বিডন স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত তিল ধারণের স্থান নেই। তখনও আসছে একের পর এক গাড়ি ভর্তি মানুষ। কে নেই সেই জনসমুদ্রে? দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির চা শ্রমিক থেকে শুরু করে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চলের মৎস্যজীবী, রাজ্যের প্রতিটি জেলার চাষি-মজুর, চাকরিজীবীরা। মদ বিরোধী আন্দোলনের লড়াকু মহিলারা এসেছেন সুদূর দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে, এসেছেন দক্ষিণ চব্বিশপরগণার যুবকরা। আছেন মহিলারা, তাঁদের হাতে ধরা আছে সন্তানের হাতটি। ডাক্তার, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, স্কুল শিক্ষক, ছাত্র— সর্বস্তরের মানুষের বিশাল জমায়েতের সামনে শুরু হল সভা। গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের পর এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য জানালেন আহ্বান— একদিকে যেমন পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনতে সরকারকে বাধ্য আমরা করবই, তেমনই জেলায় জেলায় মদের ভাটি গড়ে উঠতে দেখলেই গণপ্রতিরোধে তা গুঁড়িয়ে দিন আপনারা। সভায় গৃহীত হল সার্বভৌম রাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব।

শুরু হল মিছিল। ছাত্র-যুবদের পাশাপাশি অশক্ত শরীরে লাঠিহাতে হাঁটছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, বৃদ্ধ চাষি। কখনও মা কখনও পাড়া-প্রতিবেশীর কোল ভাগ করে চলেছে দুধের শিশু। মা যে চেয়েছেন সন্তানকে নিয়ে এই মিছিলের স্পর্শ গ্রহণ করতে। হোক কষ্ট, তবু আসা চাই এই মিছিলে। কলকাতার বেলগাছিয়া এলাকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এসেছিলেন, মহম্মদ কলিম। কেন এসেছেন এই প্রশ্ন শুনে অবাক— বললেন, আমার সন্তানের থেকেও এই ছাত্রছাত্রীরা প্রিয়। পাশ-ফেল না থাকায় ওদের ক্ষতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, আমি আসব না?

মিছিল যত এগিয়েছে তার আয়তন ততই বেড়েছে। মিছিল যখন কলেজ স্ট্রিটে পৌঁছেছে তখন সেখানে অপেক্ষা করছেন হাজার হাজার মানুষ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহু মানুষ ট্রেনের দেরিতে সময় মতো আসতে পারেননি, তাঁরা কেউ ঢুকলেন এখানে, আরও অসংখ্য মানুষ ঢুকলেন বৌবাজার মোড়ে। কলকাতার বহু মানুষও যোগ দিয়েছেন মাঝপথ থেকে। ওয়েলিংটন এলাকার বাসিন্দা এক যুবক এতদিন দূর থেকে দেখেছেন এস ইউ সি আই (সি)-কে। ৩০ জানুয়ারির মিছিল যখন তাঁর বাড়ির কাছে, পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে পা মেলালেন মিছিলে। মিছিলের দু'দিকে অসংখ্য মানুষ শান্তভাবে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখেছেন, রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করেননি। মিছিল দেখে কেউ বলেছেন লক্ষ মানুষ হাঁটছেন, কেউ বলেছেন আরও বেশি। সোসাল মিডিয়ায় ঘুরছে— লক্ষাধিক মানুষের মিছিল করে এস ইউ সি আই নজির গড়ল।

এই লক্ষাধিক মানুষের মিছিলে এসেছেন যে সব মানুষ, তাঁদের অনেকের বাড়ি থেকে বার হওয়া আর ফেরার মধ্যে কেটে যাবে দু-তিনটে দিন। দিন মজুরির টাকাটাও তাঁদের জুটবে না। পরিবারে অভাব, কারও বা জুটবে শাসকদলের আক্রমণ, হুমকি। তবু কেন এসেছেন তাঁরা? তাঁরা এসেছেন এক অমোঘ আদর্শের টানে। যে আদর্শ এমএলএ-এমপি মন্ত্রীত্বের তোয়াক্কা করে না, মানুষকে স্বপ্ন দেখায়—পথ দেখায় নতুন সমাজের।

রানি রাসমণি রোডে মিছিল যখন পৌঁছেছে, দিনের আলো ততক্ষণে অস্তমিত প্রায়। কিন্তু ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলা মানুষগুলির মুখে জ্বলে উঠেছে এই বিশাল জনসমুদ্রের ঢেউয়ে জেগে থাকা এক উজ্জ্বল আলোর দীপ্তি। তাঁরা ফিরে গেলেন, কিন্তু রেখে গেলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আরও দৃঢ়বদ্ধ এক নতুন অঙ্গীকার। মহামিছিল হুঁশিয়ারি দিল সরকারকে, দাবি না মানলে জনগণ ছাড়বে না।

আন্দোলনের বার্তাকে বুঝে নিতে মগ্ন মহিলারা। হেদুয়ার সভায়

মিছিলে ছাত্র-যুবকরা

মোড়ে মোড়ে মিছিলকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা

হেদুয়া পার্ক থেকে বেরিয়ে মিছিল বিবেকানন্দ রোড অতিক্রম করে এগোচ্ছে শ্রীমানি মার্কেট, বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর আত্মগোপন স্থল আর্য সমাজ ভবন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর কলেজ, মেট্রোপলিটন স্কুলের সামনে বিধান সরণী ধরে। রাস্তার দু'পারে অসংখ্য মানুষ হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন এই মিছিলকে। অনেকেই বলছেন, কী বিশাল মিছিল! এমন মিছিল করেই সরকারের টালবাহানার জবাব দেওয়া দরকার ছিল।

পাশ-ফেল ফিরিয়ে দাও, নারী নির্যাতন বন্ধ কর, মদের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ কর, সকল বেকারের কাজ চাই ইত্যাদি স্লোগান মুখরিত মিছিল কলেজ স্ট্রিট মোড়ে এসে পৌঁছলে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ মিছিলের নেতৃবৃন্দকে ফুলের স্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানান। তাঁরা গভীর আবেগে বলেন, আপনারা জয়ী হোন।

কলকাতা পাবলিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক, সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যরা, পুস্তক বিক্রেতা সমিতির সম্পাদক, সভাপতি সহ সদস্যরা, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, জয় মাতাজি পরিবহণ প্রাইভেট লিমিটেড কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানান। বড়বাজার ত্রিপলপট্টি ব্যবসায়ী সমিতি এবং সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলনের বিজয় কামনা করে নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানান।

মিছিল তখন জনজোয়ারে পরিণত হয়ে এগিয়ে চলেছে ডানদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজ, হেয়ার স্কুল, বামপাশে হিন্দু স্কুলকে ছাড়িয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মূর্তির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মিছিল স্মরণ করছে তাঁদের শিক্ষাকে। যেন শুনতে পাচ্ছে শিক্ষার স্বাধিকারের দাবিতে স্যার আশুতোষের বজ্র ঘোষণা। মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের ঐতিহাসিক খাদ্যআন্দোলনের শহিদ স্মারককে বাঁদিকে রেখে পৌঁছালো ওয়েলিংটন মোড়ে। সেখানে স্থানীয় নাগরিকদের পক্ষ থেকে নেতৃবৃন্দকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। সারি সারি মানুষ, দোকান কর্মচারী, পথচারীরা চাক্ষুষ করছেন রাজপথ জোড়া মহামিছিল — আন্দোলনের এই পথ বেয়েই আসবে জয়ের বার্তা।

ঋণের জাল বিস্তার করে কেনিয়ার প্রধান বন্দর দখলে নিচ্ছে পুঁজিবাদী চীন

২০১৮-র শেষলগ্নে একটি খবর অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। খবরটি হল, ঋণ খেলাপের দায়ে কেনিয়ার প্রধান বন্দর মোম্বাসা কিছুদিনের মধ্যেই চীনের দখলে চলে যেতে বসেছে।

সংবাদটি চমকে ওঠার মতোই। এতদিন আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেনের মতো বনেদি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকেই দেখা গেছে ঋণের জাল বিস্তার করে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলির অর্থনীতি ও রাজনীতিকে কবজা করতে। যাকে স্ট্যালিন 'নয়া উপনিবেশবাদ' বলে অভিহিত করেছেন। তারও আগে লেনিন 'সুদখোর মহাজনী পুঁজি'র (ইউজিয়ারি ক্যাপিটাল) কথা বলেছেন— যে পুঁজি শিল্পে বিনিয়োগ না হয়ে ঋণ হিসাবে বাজারে আসে এবং রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বব্যাপী তৃতীয় তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের যুগে বিশ্বব্যাঙ্ক, আইএমএফ ঠিক এই কাজটাই আমেরিকার হয়ে দীর্ঘদিন করে চলেছে। এই তালিকায় নবতম সংযোজন পুঁজিবাদী চীন।

কী ঘটেছিল কেনিয়ায়? কয়েক বছর আগে কেনিয়া তার দেশের স্ট্যান্ডার্ড গেজ রেলপথ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য চীনের কাছ থেকে বড় অঙ্কের ঋণ নিয়েছিল। ঋণ মঞ্জুর হয়েছিল চীনের একজিম ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। ঋণের গ্রহীতা ছিল কেনিয়া পোর্ট অথরিটি— যারা কেনিয়া রেলওয়ে কর্পোরেশনের হয়ে ঋণচুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং সরকার তাতে সম্মতি জানায়। চুক্তিতে বলা হয়েছিল, এই রেলপথ যদি ঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাতে না পারে তবে মোম্বাসা বন্দর সহ কেনিয়া পোর্ট অথরিটির সম্পদ চীনের দখলে চলে যাবে। এই রেল প্রকল্প থেকে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ উঠে আসার কোনও সম্ভাবনা আছে কি না, তা নিয়ে সে সময়ই প্রশ্ন উঠেছিল। বাস্তবেও দেখা গিয়েছিল, প্রথম বছরেই এই প্রকল্পে ১০ বিলিয়ন শিলিং (কেনীয় মুদ্রা) লোকসান হয়েছিল। চুক্তিতে আরও বলা হয়েছিল, চুক্তি রূপায়ণে কোনও বিরোধ দেখা দিলে তার সালিশী হবে চীনে, কেনিয়ায় নয়। বস্তুত নানাদিক থেকেই এটা পরিষ্কার, এই চুক্তি ছিল অসম, যেখানে চীনের স্বার্থকেই অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যা পরিস্থিতি তাতে ঋণ খেলাপির দায়ে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই মোম্বাসা বন্দর চীনের দখলে চলে যাবে। পরিণতিতে বন্দরের কাজের সঙ্গে যুক্ত কয়েক হাজার কেনীয় শ্রমিক-কর্মচারী কাজ হারাবেন। বন্দর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব সরাসরি চলে যাবে চীনের একজিম ব্যাঙ্কে।

এমন একটি চুক্তিতে কেনিয়া কেন সম্মতি দিল, তার বাধ্যবাধকতা কী ছিল? আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ দেশই অত্যন্ত পশ্চাদপদ। কেনিয়া এদের মধ্যে কিছুটা এগিয়ে থাকলেও সামগ্রিকভাবে তার অর্থনীতি আজও কৃষিনির্ভর। ভারী শিল্প বলতে তেমন কিছু এখানে গড়ে ওঠেনি। শিল্প বলতে রয়েছে শুধু চা-কফি রপ্তানি এবং পর্যটন ব্যবসা। এদের এই পশ্চাৎপদতার সুযোগ আমেরিকা ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বারবার নিয়ে এসেছে। আজ পুঁজিবাদী চীনও সেই সুযোগ নিতে ঝানু সাম্রাজ্যবাদীর মতো কৌশল নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এভাবেই শিকার খুঁজে বেড়ায় দুনিয়া জুড়ে।

এখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, এশিয়া ও আফ্রিকার এই দুর্বল দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদীদের হানাদারি ঠেকাতে পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক শিবির অতীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া, চীন সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তখন অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া দেশগুলির দিকে অর্থ, প্রযুক্তিসহ নানা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। ফলে এই দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদীদের চোখরাঙানি ও দাদাগিরি থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে পারত এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে দৃঢ় ভূমিকা নিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হত। ট্র্যাজেডি এটাই, সমাজতন্ত্র পরিত্যাগ করা চীন আজ সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকায়।

শুধু তো কেনিয়া নয়, শ্রীলঙ্কায়, জাম্বিয়ায় চীন কোন ভূমিকা পালন করেছে? ঋণ খেলাপের অজুহাতে শ্রীলঙ্কার হাসবেনতোতা বন্দর ৯৯ বছরের লিজে চীন দখল করেছে। জাম্বিয়া চীনের কাছে হারিয়েছে তাদের কেনেথ কৌন্ডা বিমানবন্দর। প্রতিবেশী দেশগুলিকে তাদের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে চীন যে বিস্তীর্ণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলছে যাকে তারা 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ইনিসিয়েটিভ' নাম দিয়েছে, সেখানেও মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, কম্বোডিয়া, মালদ্বীপ, মঙ্গোলিয়া, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তানের মতো দেশগুলির ঘাড়ে চাপিয়েছে বিশাল অঙ্কের ঋণের বোঝা। এছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা, ভেনেজুয়েলা, লাওস, মালয়েশিয়া, মিশরের মতো বহু দেশ চীনের ঋণজালে আবদ্ধ। আফ্রিকায় চীনের মোট ঋণের পরিমাণ ২০০৫ সালে যেখানে ছিল ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৬ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশেষ করে পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ক্ষেত্রকে তারা বেছে নিচ্ছে। ঋণ খেলাপের কারণে ঋণগ্রহীতা দেশগুলিকে তারা বাধ্য করেছে তাদের নানাভাবে সুবিধা দিতে বা অন্যায় দাবি মেনে নিতে।

চীনে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর দু'যুগেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। সমাজতন্ত্রের হাত ধরে চীনের অর্থনীতি বিপুল শক্তি অর্জন করেছিল। তার সুদৃঢ় পরিকাঠামো, বিশাল উৎপাদিকা শক্তি এবং কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুবাদে আজ সে এক বিশ্বশক্তিতে পরিণত। পুঁজির ক্ষমতার বিচারে আমেরিকার পরেই আজ তার স্থান। বিশ্ববাজারের দখল পেতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে সে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধ লড়ছে, আমেরিকার মতোই এশিয়া-আফ্রিকার দুর্বল দেশগুলি তার আক্রমণের লক্ষ্য। সমাজতন্ত্রের সাথে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এটাই পার্থক্য। চীন একদিন দুনিয়ার খেটে খাওয়া মানুষের আশা-ভরসার স্থল ছিল। সমাজতন্ত্র ত্যাগ করার পর সেই চীনই আজ নিজের দেশের এবং দুনিয়ার নানা দেশের খেটে খাওয়া মানুষের রক্ত শোষণকারীতে পরিণত।

ধর্মীয় সংগঠনগুলিকে ভোট প্রচারে নামাচ্ছে বিজেপি

ভুলুণ্ঠিত নেতাজি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন

আর এস এস-এর ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলি আগামী নির্বাচনে খোলাখুলি বিজেপির জন্য ভোটের প্রচারে নামতে চলেছে। সম্প্রতি সঙ্ঘের সমন্বয় বৈঠকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, হিন্দুত্ববাদের প্রয়োজনে কেন বিজেপিকে ক্ষমতায় রাখা দরকার তা প্রচার করতে হবে। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির যে হাওয়া ছিল তা এবারে নেই। ঝুলিতে প্রচারের আর কোনও সম্বল না থাকায় ইতিমধ্যেই রামমন্দির নিয়ে ভোটের প্রচারে নেমে পড়েছে তারা। আর এস এস-বিজেপির মতো উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি যে এই কৌশল অবলম্বন করবে সেটা সকলেরই জানা। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক শক্তি এখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ এ দেশের নবজাগরণ তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের বড় মানুষদের ছবি হাতে প্রচার শুরু করেছে। বড় মানুষদের সম্পর্কে এ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আবেগ রয়েছে তাকে তারা কাজে লাগাতে চাইছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে রথযাত্রার কর্মসূচিতে নেতাজি-রবীন্দ্রনাথের সুসজ্জিত ছবি তারা ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিল। নরেন্দ্র মোদি আন্দামানে গিয়েও নেতাজির নাম করে বক্তব্য রেখেছেন। অথচ নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নবজাগরণের এই মহান সন্তানেরা সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বিভাজনের প্রবল বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "...মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রতীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে, রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে?" রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়েও হিন্দুত্ববাদের প্রবল বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের কেবল হিন্দু চিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির বিকাশ ঘটেছে হিন্দু মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি হিসাবে।" আর বিজেপি-আর এস এস রবীন্দ্রনাথের ছবিতে মালা দিয়ে রথযাত্রা করছে, ভোটে জেতার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে। এটা কি দেশের মানুষ মানতে পারে?

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সারা জীবন সেকুলার চিন্তা নিয়ে চলেছেন। হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়েই বিজেপি-আরএসএস মানুষকে মাতাতে চায়। এই চাওয়া কখনও নেতাজির চাওয়া হতে পারে না। নেতাজি বলেছেন— "হিন্দুরা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া 'হিন্দুরাজের' ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা। ...হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ পৃথক— ইহার চেয়ে মিথ্যা বাক্য আর কিছু হইতে পারে না...।" তিনি বলেছেন — "ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের বিষয় হওয়া উচিত। ব্যক্তি হিসাবে মানুষ যে ধর্ম পছন্দ করে তাহা অনুসরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার থাকিবে। কিন্তু ধর্মীয় কিংবা অতীন্দ্রীয় বিষয়ের দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। ইহা পরিচালিত হওয়া উচিত শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা" (ক্রসরোডস)। আরও বলেছেন— "সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠিয়েছে। ত্রিশূল আর গেরুয়া বসন দেখলে হিন্দু মাত্রই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে, ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। ...এই বিশ্বাসঘাতকদের আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সরিয়ে দিন, তাদের কথা কেউ শুনবেন না ...।"

সেই নেতাজির ছবি দেখিয়ে সেই ত্রিশূলধারীদের নামিয়েই জনগণকে বোকা বানিয়ে ভোটে জিততে চায় বিজেপি। এই চালাকির রাজনীতি, নেতাজির এই অসম্মান দেশের মানুষ মেনে নেবে কি?

মেক্সিকো ঃ ৭০ হাজার শ্রমিক লাগাতার ধর্মঘটে

মেক্সিকোর মার্কিন সীমান্ত লাগোয়া টামাউলিপাসে ৪৫টি কারখানার ৪০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল। তাঁদের দাবি, মজুরি ২০ শতাংশ বাড়াতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ জনিত বোনাস দিতে হবে। ১৩ জানুয়ারি ২ হাজার শ্রমিক প্রথম ধর্মঘট শুরু করেন। তারপর বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে কারখানায় কারখানায়। অতি দ্রুত ৪০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেন। ২৮ জানুয়ারি তা আরও বহু কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষকরাও নেমেছেন আন্দোলনে।

টামাউলিপাসের মাটামোরোস দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প শহর। এই এলাকার কারখানাগুলিতে প্রধানত মার্কিন বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি পুঁজি খাটায়। তৈরি হওয়া মালপত্রের বেশিরভাগটাই রপ্তানি হয় আমেরিকায়। বাস্তবে, মেক্সিকোর কৃষিপণ্যের মতো শিল্পপণ্যের বাজারটাও মূলত মার্কিন ধনকুবেরদের নিয়ন্ত্রণে। তাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে মেক্সিকোর গুটিকয়েক দেশীয় একচেটিয়া কারবারি মুনাফার পাহাড় বানিয়ে তুলছে। দেশের বুর্জোয়া সরকারও এদের মুনাফার পথ পরিষ্কার করতে এইসব কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের মজুরির হার নিতান্ত কম করে রেখেছে। কারখানায় কাজের পরিবেশও জঘন্য।

অথচ সরকারের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। দীর্ঘদিন ধরে জমা হতে হতে শ্রমিকদের ক্ষোভের বারুদ এবার ফেটে পড়েছে। শুধু মুনাফাবাজ মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধেই নয়, শ্রমিকদের ক্ষোভ আপসকামী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধেও। নানা ঘটনায় শ্রমিকরা লক্ষ করেছেন, এইসব নেতারা যতটা না সাধারণ শ্রমিকদের হয়ে লড়েন, তার চেয়ে তাঁদের অনেক বেশি দহরম-মহরম মালিকদের সঙ্গে। জীবনের তেতো অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকরা স্লোগান তুলেছেন— 'গরিব শ্রমিকদের পয়সাওয়ালা নেতারা নিপাত যাক'। বাস্তবিকই, মেক্সিকোর রিক্ত শ্রমিকদের এবারের আন্দোলনের নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে ধর্মঘটীদের মধ্যে থেকেই। তাঁরা বুঝেছেন, বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের এর মতো সংগঠন শুধু যে শ্রমিকদের দুর্দশা সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপহীন তাই নয়, আসলে তারা চায় শোষণ-নিপীড়নের এই ব্যবস্থাটাকে নির্বিঘ্নে কাজ করে যেতে দিতে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভদ্রস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরির জোরদার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন মেক্সিকোর শ্রমিকরা। রক্ত জল করা পরিশ্রমে মালিকের মুনাফা জোগান দেওয়ার বিনিময়ে অন্যায় জুলুম সহ্য করতে আর রাজি নন তাঁরা।

খাদ্য ও কাজের জন্য প্রতিদিন লড়তে হয় কাশ্মীরী জনগণকে

কাশ্মীরের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সাজানো, শান্ত ছবির মতো কোনও জায়গা কিংবা দু'দশকের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষে উত্তাল উপত্যকার কোনও ছবি। কিন্তু আসলে কাশ্মীর এই দুটো ছবির থেকেই সম্পূর্ণ আলাদা— তা হল উপত্যকার মানুষের প্রতিদিনকার দারিদ্র, ক্ষুধা, প্রশাসনের অসহযোগিতায় দুঃসহ অবস্থায় দিন কাটানোর ছবি।

কাশ্মীরের গ্রাম ও বস্তিগুলির শিশুদের উপর দু'দশকের রক্তাক্ত লড়াইয়ের প্রভাব কতটা পড়েছে, তা নিয়ে কয়েক বছর আগে ১০ দিন ধরে অনুসন্ধান করেছেন বিশিষ্ট প্রবন্ধকার হর্ষ মান্দার। আজকের চিত্রও ভিন্ন কিছু নয়। কাশ্মীরের ৫০টি গ্রামের মানুষের খাদ্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং জীবনধারণের নানা পরিকল্পনা রূপায়ণ নিয়ে সমীক্ষা করেন তিনি। এই সমীক্ষায় শ্রীনগরের কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের সোস্যাল ওয়ার্ক বিভাগের ছাত্র ও প্রাক্তনীরাও সাহায্য করেছেন। সমীক্ষকদের দৃষ্টিতে কাশ্মীরের মানুষের সমস্যা কী, তা তুলে ধরার প্রয়াসেই এই নিবন্ধ।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, কাশ্মীর উপত্যকায় দারিদ্রসীমা নগণ্য। প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্ট বলছে, ২০০৪-০৫ সালে ভারতে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা ২৮.৩ শতাংশ মানুষের সাথে তুলনা করলে ওই অর্থবর্ষে জম্মু ও কাশ্মীরের দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা ৪.৫ শতাংশ। কাশ্মীর দেশের মধ্যে এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষের সমঅধিকার ও সম সুযোগ-সুবিধা আছে বলে মনে করে অনেকে। ভারতের অন্যান্য অংশের থেকে বেশি ভূমি সংস্কার হয়েছে এখানে। স্বাধীনতার পর প্রথম দশকে বৃহৎ খামার অবলুপ্ত হয়, সাথে সাথে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

কিন্তু আবার সরকারি তথ্যসূত্রই বলছে, সমস্ত ভারতের তুলনায় জম্মু ও কাশ্মীরের দারিদ্র অত্যন্ত ভয়াবহ। এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি দারিদ্রের নানা সূচকে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে। এর প্রায় পুরোটাই কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, যেখানে জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। ৯৭ শতাংশই ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষি, যারা গড়ে মাত্র ০.৭ হেক্টর জমির মালিক। রাজ্যে কৃষি উৎপাদনের হারে চলছে প্রবল মন্দা— খাদ্যশস্য উৎপাদনে ৪৪ শতাংশ, সবজি উৎপাদনে ৩৩ শতাংশ এবং তৈলবীজ উৎপাদনে ৬৯ শতাংশ ঘাটতি। ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে এগুলি আমদানি করা হয়। জনজীবনের এই সমস্ত সমস্যা-সংকটে দীর্ণ বাসিন্দারা বয়নশিল্প বন্ধ হওয়ায় বাধ্য হয়ে পর্যটন শিল্পের দিকে ঝুঁকেছে। জাতীয় গড় আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ এই রাজ্যের গড় আয়— ২৫ হাজার ৯০৭ টাকার মধ্যে ১৭ হাজার ১৭৪ টাকা। এর বেকারির হারও বেশি— ৪.২১ শতাংশ, জাতীয় হার যেখানে ৩.০৯ শতাংশ।

এখানকার বিশিষ্ট সমাজবাদী ও মানবতাবাদী এল সি জৈন সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। যারা হতাশা ও ক্ষোভ থেকে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে পাথর ছোড়া রপ্ত করেছে, সেই যুবকদের জন্য মৃত্যুশয্যাতেও তিনি অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যদি প্রত্যেক যুবকের হাতে কাজ থাকত, তাহলে তারা পাথর ছুড়ত না— স্বভাবগত প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের আলোকে এই ছিল তাঁর উপলব্ধি।

দু'দশকের লাগাতার সংঘর্ষ স্থানীয় স্তরে সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যদিও এটাই আবার সরকারি কর্তাদের কাজ না করার অজুহাত হিসাবে কাজ করেছে। গত দু'দশক ধরে পঞ্চায়েত ক্ষেত্রে নির্বাচন না করায় নাগরিকদের কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই। ফলে প্রতিনিধির কাছে নিত্যদিনের সমস্যা সমাধানের দাবি জানানোর সুযোগ নেই। এর ফলে খাদ্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং জীবনধারণের নানা কর্মসূচি রূপায়ণ ও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ঘাটতি থেকে গেছে। স্বভাবতই, ওই অঞ্চলের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকা গরিব মানুষের মর্যাদা সহকারে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর।

সমীক্ষকরা একেকটি গ্রাম থেকে ১০০ দিনের প্রকল্পের মাত্র ৫ জন জবকার্ড হোল্ডার খুঁজে বের করতেই হিমসিম খেয়েছেন। এঁরাও সারা বছরে গড়ে সাত দিনের বেশি কাজ পাননি। নির্ধারিত মজুরির অর্ধেক দিনে ৭০ টাকা মজুরি বেঁধে দেওয়া এই প্রকল্প বাস্তবে মুখ থুবড়ে পড়ে। শীতে যখন খাবার ও কাজের চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে, সেইসময় এই প্রকল্পের কোনও কাজ দেওয়া হয় না। সরকারি অফিসাররা দাবি করেন, উপত্যকায় জনমজুরের কাজের কোনও চাহিদাই নেই। কিন্তু মজুরি যখন ১১০ টাকা করা হল, তখন দেখা গেল কাজের চাহিদা আগের থেকে অনেকটাই বেশি। অদক্ষ রাজ্য প্রশাসন এখনও সকলের কাজের চাহিদা মেটানোর জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ।

এখানকার মাত্র ৬ শতাংশ মহিলা মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা পান। বৃদ্ধদের পেনশনের অবস্থাও তথৈবচ। মাত্র ৩৫ শতাংশ প্রবীণ নাগরিক এই সুবিধা পান। পেনশনের হার খুব কম এবং অনিয়মিত। ওই সমীক্ষক দলের সঙ্গে কথোপকথনে এক প্রবীণ মহিলা জানান, তিনি বছরে মাত্র দু'বার, দু'টো ঈদের সময় পেনশন পান। এইভাবে যখন কয়েক মাসের বকেয়া পেনশন জমে যায়, তখন বহু সময়ই সরকারি কর্তারা তা বাতিল ঘোষণা করেন।

খাদ্য সংকটে ভোগা এই রাজ্যে যে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম বা রেশন ব্যবস্থা রয়েছে তাতে বাসিন্দাদের সংকট মেটে না, খাদ্য নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত হয় না। চার শতাংশ মানুষেরও রেশন কার্ড নেই। তারা অনেকেই কখনও কখনও ভতুর্কিযুক্ত খাদ্যশস্য পান। কিন্তু রেশন দোকান খোলে মাসে এক থেকে দু'দিন। ওই দিনগুলিতে নাগরিকরা যদি রেশন তুলতে না পারেন, তাহলে বরাদ্দকৃত দ্রব্য মেলে না, কালো বাজারে বিক্রি করে দেয় রেশন ডিলাররা।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, বহু প্রত্যন্ত এলাকায় আইসিডিএস সেন্টার নেই। শিশুদের ওজন অত্যন্ত কম। অপুষ্ট শিশুদের চিহ্নিত করা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। অল্প জায়গাতেই শিশুদের প্রি-স্কুল ক্লাস হয়। কিন্তু বহু সেন্টার থেকেই গর্ভবতী মা ও তার গর্ভের সন্তানের পরীক্ষা ও পুষ্টির জন্য যথাযথ পরামর্শ মেলে না। ৯৮ শতাংশ শিশু স্কুলে গরম খাবারের কথা মনে করতে পারলেও বহু মাস যাবত তারা কোনও খাবারই পাচ্ছে না। দেশের অন্যান্য অংশে মহিলা গ্রুপ-এর হাতে এর দায়িত্ব থাকলেও এখানে শিক্ষকদেরই এই কাজে যুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক।

এই সমীক্ষা সরকারের বিশাল পরিমাণ পালন না করা দায়িত্বকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনমানের উন্নয়ন, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, তাঁদের বেঁচে থাকা— এই সরকারি প্রকল্পগুলির রূপায়ণ ছাড়া যে সম্ভব নয়, তাই তুলে ধরছে এই রিপোর্ট। উপত্যকায় চলতে থাকা জঙ্গি সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাধান একমাত্র হতে পারে সাধারণ মানুষ ও সরকার দু'পক্ষেরই আন্তরিক উদ্যোগে। তাহলে গরিব মহিলা, যুবক-যুবতী যারা ওই সুন্দর কিন্তু সমস্যাদীর্ণ এলাকায় রয়েছেন, তারাও মর্যাদার সাথে জীবন কাটাতে পারবেন। কিন্তু রাজ্য সরকার মানুষের অধিকার, খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার থেকে শতযোজন দূরে রয়েছে।

গ্রামে গ্রামে ভয়ঙ্কর মৃত্যু, গ্রেপ্তারি, গুম খুন, পুলিশি হেনস্থা, তল্লাশির মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে চলেছে। সমীক্ষক দলের অভিমত, এত কিছুর মধ্যেও মানুষ রেশন কার্ড, স্কুলের মিল, পেনশন এবং আইসিডিএস সেন্টারের জন্য লড়ছে। 'বড়' লড়াইয়ের মাঝেও তারা তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিনের 'ছোট' লড়াই বন্ধ করতে রাজি নয়। এখানকার মানুষ আজও তাদের শিশুদের উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য, নিজেদের জন্য মর্যাদার কাজ এবং বয়স্কদের বেঁচে থাকার উপযুক্ত পরিবেশের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে। কোনও সরকারেরই তা ভুললে চলবে না। কাশ্মীরী জনগণের জীবনের এত ভয়াবহ দারিদ্রের সংবাদ কতজনই বা জানে? কোন সরকার দেশের মানুষ হিসাবে তাদের দায়দায়িত্ব কতটুকু নিয়েছে?

ময়নায় পাকা সেতুর দাবি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না থানার পুরুষাঘাট ও নন্দকুমার থানার বরগোদার মাঝে কাঁসাই নদী পারাপারে কোনও পাকা সেতু নেই। মাত্র ১০০ মিটার চওড়া নদীর উপর বাঁশের সাঁকো আর বর্ষাকালে নৌকা— এটাই মানুষের পারাপারের একমাত্র ভরসা।

যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বেসরকারি মালিক পারাপারের ব্যবস্থা করে। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এ ভাবেই যাতায়াত করছেন। বর্ষায় জেলা শহর তমলুকে রোগী নিয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধাজনক। আবার ভরা নদীতে নৌকায় পারাপারও বিপজ্জনক। পাকা সেতুর দাবিতে ১৩ জানুয়ারি বরগোদা জলপাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সুকুমার দাস, অরুণকুমার শাসমল, অমিতকুমার বেরা প্রমুখ। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালনার জন্য গুরুপদ ভৌমিককে সভাপতি এবং শেখর ধল, রঞ্জন জানাকে যুগ্ম সম্পাদক করে কমিটি গঠিত হয়। কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি শিক্ষক বাসুদেব দাস বলেন, তাঁরা এই দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দেবেন।

অ্যাবেকার সবং ব্লক সম্মেলন

পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকে মাঠের পর মাঠ বাঁশের খুঁটিতে সরু তারে বিদ্যুৎ দপ্তর বছরের পর বছর বিপজ্জনক ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। ফলে ঘটে চলেছে দুর্ঘটনা। খারাপ মিটার বদল না করে হাজার হাজার টাকার মনগড়া বিল পাঠানো হচ্ছে। তা সংশোধন না করে বকেয়ার অজুহাতে বিশেষ করে কৃষি-বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বোরো চাষের মরশুমে লাইন কেটে দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের পছন্দ না হলে গ্রাহকদের অভিযোগপত্র গ্রহণ করছে না। কন্ট্রাক্টর, দালালচক্র এবং অফিসের এক শ্রেণির অসৎ কর্মচারীর যোগসাজসে গ্রাহকরা জেরবার। বহু ট্রান্সফরমার ওভারলোড থাকার কারণে সেখানকার গ্রাহকরা লো-ভোল্টেজের শিকার হচ্ছে। বহু স্থানে বিদ্যুতের খুঁটি ঝুঁকে যাওয়ার ফলে বিদ্যুৎ লাইন এমন নিচে নেমে এসেছে যে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা বিপজ্জনক। বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে ইচ্ছুক আবেদনকারীদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সংযোগ না দিয়ে দালাল চক্রের খপ্পরে যেতে বাধ্য করছে। ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত অস্থায়ী কৃষি-বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রতি বছর বিদ্যুৎ দপ্তর ১৫-২০ হাজার টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছিল, সেই টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা দেওয়া হচ্ছে না। ২০ জানুয়ারি কৃষি উন্নয় সমিতি হলে অ্যাবেকার ১৩তম সবং ব্লক সম্মেলনে এই সব সমস্যাগুলির কথা প্রতিনিধিরা তুলে ধরেন।

সম্মেলনের প্রধান বক্তা সংগঠনের জেলা সম্পাদক জগন্নাথ দাস বলেন, বিদ্যুৎ আজ সমাজের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিটি পরিবারের নিকট বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া একটা গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের প্রধান কর্তব্য কিন্তু কোনও সরকার সে পথে না গিয়ে বিদ্যুৎ শিল্পকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের লাগামহীন মুনাফা লোটার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে বিদ্যুতের দামের পরিসংখ্যা তুলে ধরে তিনি এ রাজ্যেও দাম কমানোর দাবি জানান।

উপস্থিত ছিলেন অ্যাবেকার রাজ্য কমিটির সদস্য কালিপদ দিন্ডা। জয়দেব ঘোড়ইকে সভাপতি ও ভক্তিভূষণ মাইতিকে সম্পাদক করে ৩৫ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

বড়িশা আঞ্চলিক যুব সম্মেলন

মদের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করা, সকল বেকারের কাজ এবং বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার দাবিকে সামনে রেখে ৬ জানুয়ারি এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে দ্বিতীয় বড়িশা আঞ্চলিক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি কমরেড সৌমেন রায়, সম্পাদক কমরেড রূপম দত্ত এবং কোষাধ্যক্ষ কমরেড কাকলি বর্মন সহ ৯ জনের কমিটি গঠিত হয় ওই সম্মেলনে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস সুকান্ত সিকদার ও সঙ্গীতা ভক্ত। মূল বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

ভেনেজুয়েলায় ‘ক্যু’ করার মার্কিনি ষড়যন্ত্রকে ধিক্কার জানাল এস ইউ সি আই (সি)

সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৮ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

ভেনেজুয়েলার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আচমকা অভ্যুত্থানের (ক্যু)-র দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ওই দেশে মাদুরো বিরোধী জুয়ান গুয়াইদোকে যেভাবে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হিসাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ঘোষণা করেছে, আমরা তার তীব্র ধিক্কার জানাই। কোনও দেশ বশ্যতা স্বীকার না করলেই সেই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বেআইনি হস্তক্ষেপ করা এবং সেখানে মার্কিন দালাল সরকার বসিয়ে দেওয়ার অতি পরিচিত চক্রান্তের নির্দশন আবার দেখা গেল ভেনেজুয়েলায়। ইতিপূর্বে তারা এইভাবেই কিউবার প্রেসিডেন্ট কাস্ত্রোকে হটিয়ে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, যা ব্যর্থ হয়েছিল বে অফ পিগস-এর লড়াইয়ের দ্বারা। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত চিলির প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আলেন্দেকে হত্যা করেছে। আফগানিস্তান, ইরাক এবং লিবিয়ায় সরকারের পতন ঘটিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কুখ্যাত মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে তথাকথিত ‘বিদ্রোহী’দের অস্ত্রসাহায্য দিয়ে তারা সিরিয়াতে পুতুল সরকার বসাতে চেয়েছিল এবং বর্তমানে ওই একই উদ্দেশ্যে ইয়েমেনে ছায়াযুদ্ধ চালাচ্ছে। এই সব জঘন্য কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা যুদ্ধাপরাধ করে চলেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানকে সুপরিকল্পিতভাবে খুন পর্যন্ত করছে। একইভাবে পেন্টাগনের ষড়যন্ত্রীরা নিকারাগুয়া, পুয়ের্তোরিকো, ডোমিনিয়ন রিপাবলিক, পানামা, গুয়াতেমালা, মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে নানাভাবে নাশকতা এবং আগ্রাসী ক্রিয়াকলাপ চালিয়েছে।

অন্য দেশকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানো এবং ভয় দেখিয়ে তাদের পদানত রাখা এবং আধিপত্য ও দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যাওয়ার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার সাগরেদদের সহযোগিতায় গোটা দুনিয়ায় গুণ্ডামি করে যাচ্ছে, তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তার প্রভাবাধীন এলাকা বাড়ানো এবং অন্যান্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। তার জন্য সে সামরিক হুমকি দিচ্ছে, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাচ্ছে, ভাড়াটে গুন্ডা ও বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে সেই সব দেশের ভিতরে কৃত্রিম ‘বিদ্রোহ’ সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি, যে সব দেশকে সে বিরোধী বলে মনে করে তাদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দিচ্ছে — যা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরাসরি হামলার চেয়ে কম নৃশংস নয়।

আমেরিকা এমনকী ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে ‘শয়তান রাষ্ট্র’ বলে ঘোষণা করেছে এবং এই দুই রাষ্ট্রকে যখন খুশি উচিত শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। বিশাল তৈলভাণ্ডারে সমৃদ্ধ ভেনেজুয়েলা যেহেতু মার্কিন ধমকির সামনে মাথা নিচু করতে রাজি নয়, তাই সে হয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রতিক টার্গেট। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ‘ভেনেজুয়েলার বিদ্রোহী অফিসারদের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসন ‘ক্যু সম্পর্কে আলোচনা করেছে।’ এতেই মার্কিন শাসকদের মতলব ফাঁস হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক বিরোধী দলের আলখাল্লাপরা গুয়াইদোপন্থীরা আসলে ভেনেজুয়েলার ধনকুবের গোষ্ঠী ও মার্কিন সরকারের অর্থানুকূল্যে পুষ্ট শক্তি। আশার কথা, মার্কিন শাসক এবং তাদের পদলেহীদের মরিয়া চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং সেনাবাহিনী পুরোপুরি প্রেসিডেন্ট মাদুরোর পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

ভেনেজুয়েলার উপর এই কাপুরুষোচিত আক্রমণ সমগ্র মানবতার উপর আক্রমণ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দলবলের এই গোপন ষড়যন্ত্র ও অপরাধমূলক কার্যকলাপকে প্রতিহত করতে হবে বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী গণআন্দোলনের মাধ্যমে। সব দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও শান্তিপ্রিয় মানুষদের কাছে আমাদের আবেদন, দুনিয়াজুড়ে এই দস্যুতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হন এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে ভেনেজুয়েলার জনগণের প্রতি সংহতি জানান। আমরা আমেরিকার সাধারণ মানুষদের প্রতিও আবেদন জানাচ্ছি যে, ভেনেজুয়েলা ও অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বন্ধ করার সংগ্রামকে তারা নিজেদের সংগ্রামের অঙ্গ বলে বিবেচনা করুন।

শিক্ষামন্ত্রীকে বিপিটিএ-র স্মারকলিপি

ইন্টার্ন শিক্ষক নিয়োগের বিরোধিতা করেছে বিপিটিএ। অবিলম্বে দুর্নীতি মুক্ত ভাবে সমস্ত শূন্যপদে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের পূর্ণ বেতনের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করতে হবে, শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, প্রতি বছর শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, এই দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে ২১ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি ডি আই-এর মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা বইমেলায় গণদাবী স্টল নং ১৬৮

চিটফান্ড আমানতকারীদের আন্দোলনে বর্বর লাঠিচার্জ
গ্রেপ্তার পাঁচশোর বেশি, আহত ১২১

চিটফান্ডে আমানতকারীদের টাকা ফেরতের দাবিতে ২১ জানুয়ারি নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স অ্যাসোসিয়েশন। হাওড়া এবং শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দু’টি বিশাল মিছিল নবান্নের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের পুলিশ বাহিনী হাওড়া ব্রিজেই তাঁদের আটকে দেয় এবং নির্বিচারে লাঠি চার্জ করে। অপরদিকে শিয়ালহ থেকে ২০ হাজার মানুষের মিছিল ডোরিনা ক্রসিং-এ এলে পুলিশ তাঁদের উপরও বেধড়ক লাঠি চালায়। দুই জায়গায় পাঁচ শতাধিক আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। মহিলা সহ মোট ১২১ জন আহত হন। ৫ জন মহিলা গুরুতর আহত হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। এই ঘৃণ্য আক্রমণের প্রতিবাদে ২২ জানুয়ারি সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। সংগঠনের সভাপতি রূপম চৌধুরী এবং সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাঁপুই এই হামলার তীব্র নিন্দা করে বলেন, পুলিশি অত্যাচার চললেও আন্দোলন চলবে।

৫টি জুট মিল ৮-৯ মাস ধরে বন্ধ রেখেছে মালিকরা
খোলার ব্যাপারে সরকার উদ্যোগহীন

শ্রমিক সংগঠনগুলি ১ দিনের বনধ ডাকলে রাজ্য সরকার বনধ ভাঙার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু মালিকরা যদি মাসের পর মাস মিল বন্ধ রেখে শ্রমিকের পরিবারে অনাহার ডেকে আনে তা হলে সরকার কী ভূমিকা নেয়? মিল খোলার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সরকার মালিকদের উপর কোনও চাপ তো দেয়ই না, শ্রমিকসংগঠনগুলি দাবি জানালেও সরকার তৎপর হতে গড়িমসি করে। সরকারের এই ভূমিকাই দেখা যাচ্ছে রাজ্যের ৬টি বন্ধ চটকল খোলার প্রশ্নে।

এই মুহূর্তে হুগলি জেলার হেস্টিংস, ইন্ডিয়া এবং গোন্দলপাড়া জুট মিল বন্ধ। উত্তর ২৪ পরগণার নদীয়া জুটমিল এবং ডেডিকো বন্ধ। বন্ধ কলকাতার খিদিরপুরের হুগলি জুটমিল। এর মধ্যে ডেডিকো বাদ দিলে বাকি পাঁচটি মিল ৮/৯ মাস ধরে বন্ধ। কোনও শ্রমিক আন্দোলন-মিছিল-মিটিং-ঘেরাও ইত্যাদির জন্য এই মিলগুলি বন্ধ হয়নি। অথবা চটের বা পাটজাত দ্রব্যের বাজারের অভাবে বন্ধ হয়নি। এই জুটমিলের মালিকরা নিজেদের আরও বেশি মুনাফার স্বার্থে শ্রমিকদের উপর কিছু কালা শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার জন্যই মিলগুলি বন্ধ রেখেছে। শ্রমিকদের অনাহারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে কালাশর্ত মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য এই যে মারাত্মক ষড়যন্ত্র তার বিরুদ্ধে সরকার উদাসীন। শ্রমিকরা একদিনের বনধ ডাকলে যারা শ্রমিক দরদে বিগলিত হয়ে বনধের বিরুদ্ধে যুক্তি সাজায় এই তাদের আসল চেহারা!

৬টি জুটমিলের ২৫ হাজার শ্রমিক পরিবারের লক্ষাধিক মানুষের জীবনে নেমে এসেছে অবর্ণনীয় বিপর্যয় এবং সংকট। অনাহার-অর্ধাহার আজ তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। অভাবে এই সব পরিবারের সন্তান স্কুল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। রোগ হলে চিকিৎসার কোনও উপায় নেই। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ‘কন্ট্রিবিউশন’ জমা পড়ে না বলে মালিকরা ইএসআই এবং পিএফ দপ্তরে মিল বন্ধের খবর দিয়ে দেয়। ফলে শ্রমিকরা অসুস্থতা জনিত ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়। পায় না ‘সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসা’। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী ইএসআই দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হলেও তিনি এই সমস্যাটি সমাধানে উদ্যোগহীন।

এই অবস্থায় এআইইউটিইউসি অনুমোদিত বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ২২ জানুয়ারি বন্ধ জুট মিল খোলা সহ পাঁচ দফা দাবিতে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেয়। সংগঠনের দাবি— অবিলম্বে সমস্ত বন্ধ চটকল নিঃশর্তে খুলতে হবে, বন্ধ কারখানার অভুক্ত অনাহারী শ্রমিকদের জন্য সস্তাদরে রেশনের মাধ্যমে চাল, ডাল, চিনি ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনে সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসা এবং অসুস্থতা জনিত ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের সন্তানদের বিনাব্যয়ে শিক্ষার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা এবং ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিনের ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অমল সেন এবং অন্যতম সম্পাদক কমরেড মিলন রক্ষিত।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com